‘মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ও সন্ত্রাস নির্মূলে কওমী মাদরাসার অবদান বিশাল’

লিখেছেন ডক্টর আ ফ ম খালিদ হোসেন ২৪ মে, ২০১৪, ১২:৫৭:৪৫ রাত

‘কওমী মাদরাসা শিক্ষাধারা এ দেশের জনগোষ্ঠীকে শান্তি শৃঙ্খলা, প্রগতির আসমানি শিক্ষা ও মানবিক চেতনায় শত বছর ধরে উজ্জীবিত করে যাচ্ছে। কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অভিযোগ এক জঘন্য মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের জনগণকে অপরাধ থেকে মুক্ত রাখা এবং নিজেরা মুক্ত থাকা আলিমদের অঙ্গিকার। সুতরাং কওমী মাদরাসা এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। আলিমদের দেশপ্রেম নিখাদ। দেশের মাটি ও মানুষের কল্যাণে তাঁরা নিবেদিতপ্রাণ। সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁরা নিরন্তরভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।’

বিগত ২২মে সিলেটের মৌলভীবাজার সাইফুর রহমান অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‘আদর্শ সমাজ গঠনে কওমী মাদরাসা ও ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা; শীর্ষক এক মনোজ্ঞ সেমিনারে অলোচকবৃন্দ উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। মাওলানা শাহ্ নজরুল ইসলামের উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল বারী ধর্মপূরী, কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বার জাহানাবাদী, ওমর গণি এম.ই.এস ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক ও মাসিক ‘আত-তাওহীদ’ সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, জামিয়াতু উলুমিল ইসলামিয়া, তেজগাঁও ঢাকার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ যায়নুল আবেদিন, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ফয়সাল, মৌলভীবাজার ইসলামী একাডেমীর প্রিন্সিপাল ম্ওলানা শামছুজ্জামান চৌধূরী, বড়লেখা ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা আবদুস সবুর ও কবি মূসা আল হাফিজ।

আলোচকবৃন্দ আরো বলেন, বর্তমানে কওমী মাদরাসায় বাংলা, আরবী, উর্দূ, ফার্সী ও ইংরেজীসহ পাঁচটি ভাষার চর্চা হয়। মাতৃভাষা বাংলা চর্চায় কওমী আলিমগণ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে বাংলা ভাষার নেতৃত্ব সময়ের ব্যবধানে আলিমদের হাতে চলে আসতে পারে। বাংলা ভাষায় উর্দূ, ফার্সী, আরবী ও হিন্দী সাহিত্যের অনুবাদ এখন আলিমদের হাতে। ইতোমধ্যে ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী কিছু আলিম তৈরী হয়েছেন। আলিমরা ইংরেজী শিখছেন অর্থোপার্জনের জন্য নয় বরং দ্বীনের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইংরেজী শিক্ষাকে জরুরী মনে করছেন।

সেমিনারের উদ্বোধন করেন করেন শায়খুল হাদীস মাওলানা খলীলুর রহমান হামিদী, পীর সাহেব বরুণা এবং সভাপতিত্ব করেন মুফতি হিফজুর রহমান ফুয়াদ।

PDFmyURL